দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JAN 5 ... 1998 ... ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৮ .....

অনেক ক্ষেত্রেই লেখাপড়ার সুবন্দোবস্ত না থাকায় মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা পরিবেশের কারণেই বেশি নম্বর পাওয়া সম্ভব হয় না। উক্ত ১৩০০ নম্বর তারা এসএসসি ও এইচএসসি উভয় পরীক্ষাতে ১ম বিভাগ লাভ করেও অর্জন করতে পারে না। তাই মেধাবী থাকা সত্ত্বেও তারা উক্ত কোর্সে ভর্তি পরীক্ষারই সুযোগ পায় না। বাংলাদেশে এখনও চিকিৎসকের পরিপূর্ণ অনুপাত লাভ করতে পারেনি। এছাড়াও এটা এমন একটি কোর্স যাতে কেউ উত্তীর্ণ হলে বেকার সমস্যায় পড়তে হয় না। ন্যূনতম ভরণপোষণে তাদের সমস্যায় পড়তে হয় না। কিন্তু উপরোক্ত নম্বর সমস্যায় তাদের পরে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছিল না। কিন্তু ১৯৯৬ সাল থেকে এসএসসিতে অতিরিক্ত বিষয় আনায় তাদের স্বপ্ন কিছু হলেও সার্থক হওয়ার আশা ছিল। কিন্তু অতিরিক্ত বিষয়ের নম্বর বাদ দেয়ায় তারা আবার হতাশায় পড়ে ভর্তি পরীক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই থানা কোটা বিবেচনা করে অতিরিক্ত বিষয়সহ ১৩০০ নম্বর অথবা অতিরিক্ত বিষয়ের নম্বর বাদ দিয়ে ১২০০ নম্বর করার অনুরোধ করছি এবং বর্তমান মাস রমজান, সামনেই ঈদুল ফিতর থাকায় ভর্তির ফরম সংগ্রহ জমা দান এবং ভর্তি পরীক্ষার তারিখ বর্ধিত করে। এদেশের অবহেলিত ও বঞ্চিত গ্রামের ছেলেমেয়েদের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ। এবং ভর্তির আসন কমপক্ষে ৫০০০টি করে, যথা শিগগিরই ২৫/১২/৯৮ এ বিজ্ঞপ্তি পুনঃসংশোধন করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কৃপা দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মোঃ হানিফ মিয়া
কলেজ রোড
শ্রীমঙ্গল
মৌলভীবাজার

১ম বর্ষ এম,বি,বি,এস ভর্তির বিজ্ঞপ্তিতে প্রদত্ত শর্ত বিবেচনা করার জন্য

গত ২৫/১২/৯৮ 'ভোরের কাগজে' প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে ১ম বর্ষ এম,-বি,বি,এস ভর্তির পরীক্ষার ফরম বিতরণ ও ভর্তির পরীক্ষায় তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। এবং ভর্তি পরীক্ষায় অংশ-গ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাগত যোগ্যতায় বলা হয়েছে মোট প্রাপ্ত নম্বর ১৩০০, যা এস,এস,সির অতিরিক্ত বিষয়ের নম্বর বাদ দিয়ে হতে হবে। কিন্তু সরকার শিগগিরই ঘোষণা করেছেন যে, ভর্তির ক্ষেত্রে থানা কোটা করা হবে যাতে এম,বি,বি,এস কোর্স কমপ্লিট করে এরা গ্রামে ফিরে আসে। কয়টি থানাতে উক্ত নম্বরপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী পাওয়া যাবে? অনেক মফস্বল থানা আছে যেখানে অতিরিক্ত নম্বরসহ এই ১৩০০ নম্বর পাওয়া ছেলেমেয়ে পাওয়া অসম্ভব হবে। এবং